ধ্বংস হলো আসহাবে ফীল

আবরাহা হাতিগুলো নিয়ে এসেছিলো বুলডোজার হিসেবে। তোমরা কি কখনো বুলডোজার দেখেছো? ঐযে, যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মতো বিশাল আকৃতির একটা গাড়ি, সামনে হাতির মতো বিরাট শুঁড়। যেটা দিয়ে ধাক্কা দিলে বড় বড় বিল্ডিংও মুহূর্তেই ধ্বসে পড়ে। সে সময়ে তো আর এই বুলডোজার ছিলো না। আবরাহার ইচ্ছে ছিলো এই হাতিগুলোকেই বুলডোজারের মতো ব্যবহার করে কা'বাঘরকে গুড়িয়ে দেবে।

কিন্তু আল্লাহর ঘরকে ভেঙ্গে ফেলা কি এতই সোজা! আবরাহা মনে হয় কল্পনাও করেনি তার জন্য কী পরিণতি অপেক্ষা করছে!

আবরাহা তার হাতিবাহিনীকে আদেশ করলো কা'বাঘরকে আক্রমণ করতে। সাথে সাথে হাজার হাজার পাখির ঝাঁকে আকাশ ছেয়ে গেলো। প্রত্যেকটি পাখির মুখে ছোট ছোট পাথরকণা। পাখিগুলো আবরাহার বাহিনীকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে লাগলো।

তোমরা হয়তো ভাবছো, ছোট ছোট পাথরকণায় আবরাহার বিরাট হাতিবাহিনীর কী আর হবে? কিন্তু এই ছোট্ট পাথরই আবরাহার হাতি ও সৈন্যদের শরীরের একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্যদিক থেকে বের হতে লাগলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে আবরাহা বাহিনীর বেশিরভাগ মরে সাফ। দু'একজন পালাতে গিয়ে রাস্তায় মরে পড়ে রইলো। আবরাহাও খুব খারাপভাবে আহত হলো। এ অবস্থায় ইয়ামানে পৌঁছার আগেই সে মারা গেলো।

জন্ম হলো নবীজীর

আসহাবে ফীলের ঘটনা ঘটেছিলো চাঁদের হিসেবে মুহাররম মাসে। মুহাররম মাস শেষ হয়ে এলো সফর মাস। এরপরেই রবিউল আউয়াল। রবিউল আউয়াল মাসের এক সোমবারে জন্ম গ্রহণ করলেন আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

সারা পৃথিবীর অপেক্ষার পালা যেনো শেষ হলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের আজ আনন্দের কোনো সীমা নেই। তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোলে নিয়ে তখনই ছুটলেন কা'বাঘরে। সবার সামনে ঘোষণা করলেন, আমার এ নাতির নাম রাখলাম 'মুহাম্মাদ'। যার অর্থ প্রশংসিত। আরবে সে সময়ে এমন নামের প্রচলন ছিলো না। সেজন্য সবাই একটু অবাক হলো। আব্দুল মুত্তালিব বললেন, 'আমার এ নাতি সারা পৃথিবীতে প্রশংসিত হবে। বিশ্বময় তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। সে আশা করেই এ নাম রাখলাম'।

দুধ মায়ের কোলে নবীজী

আরবে তখন শিশুদেরকে জন্মের পরপরই শহর থেকে দূরে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। কথাটা শুনে তোমরা কি আতকে উঠছো? ভাবছো, এইটুকুন শিশুকে তার মায়ের কাছে না রেখে দূরে কেনো পাঠিয়ে দেওয়া হতো? আসলে এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিলো, গ্রামের খোলামেলা পরিবেশে শিশুটির মানসিক বিকাশ যেনো সুন্দরভাবে হয়। সে যেনো শহরের মিশ্রিত ভাষার পরিবর্তে গ্রামের শুদ্ধভাষা শিখতে পারে।

আরবের কয়েকটি গোত্রের মহিলারা বছরে দু'বার দলবেঁধে আসতো মক্কায়। তাদেরকে বলা হতো ধাত্রী। তারা মক্কায় জন্মগ্রহণ করা বাচ্চাদেরকে নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত দুধ পান করানোর জন্য নিয়ে যেতো। বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পরপরও একদল ধাত্রী মক্কায় এলো। তাদের মধ্যে ছিলো তায়েফের বনু সা'আদ গোত্রের কয়েকজন মহিলা। এদেরই একজন ছিলেন হযরত হালিমা সা'দিয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা। এতোসব মহিলার মধ্যে তিনিই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ মা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

মক্কায় এসে বনু সাআদ গোত্রের মহিলারা সবাই পছন্দমতো শিশু বেছে নিলো। কিন্তু আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেউ নিতে চাইলো না। ভাবলো, এই শিশুতো এতীম। একে নিলে খুব বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া যাবে না।

ওদিকে সবাই শিশু পেয়ে গেলেও হালিমা সা'দিয়া তখনও কোনো শিশু পাননি। তিনি ভাবলেন, এতো কষ্ট করে এসেছি, একেবারে খালী হাতে যাওয়ার চেয়ে এই এতী-মকেই নিয়ে যাই।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে রওয়ানা হওয়ার সাথে সাথে হালিমা সা'দিয়ার সাথে আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটতে থাকলো। তাদের কাছে ছিলো একটা উটনী। সেটার ওলান দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। রাস্তায় চলার জন্য যে রোগা গাধাটা ছিলো সেটা একদম হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গেলো। তায়েফে তখন ছিলো দুর্ভিক্ষের সময়। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেলো– দুর্ভিক্ষের ছিটেফে-াটাও নেই। মাঠ ঘাটে সবুজ ঘাস। বকরী ভেড়ার ওলান দুধে পরিপূর্ণ। চারদিকে শুধু বরকত আর বরকত।

হালিমা সা'দিয়ার কাছে নবীজী প্রায় ছয় বছর ছিলেন

এ সময়ে প্রায়ই তিনি দুধ ভাইবোনদের সাথে পাহাড়ে উপত্যকায় বেড়াতে যেতেন। অন্যান্য বালকদের সাথে মাঠে খেলতেন।

বরাবরের মতো একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঠে খেলাধূলা করছিলেন। হঠাৎ ধবধবে কাপড় পরা দু'জন লোক এসে তাকে ধরে শুইয়ে দিলো। তারপর তার বুকটা চিরে ফেললো। ঘটনা দেখে অন্যান্য ছেলেরা ভয়ে শেষ। ভাবলো, এই দু'জন লোক নিশ্চয়ই মুহাম্মাদকে মেরে ফেলতে এসেছে। এক দৌড়ে তারা গিয়ে হালিমা সা'দিয়া ও তার স্বামীকে গিয়ে সব বললো। তারা এসে দেখলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপচাপ বসে আছেন। তার শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্নও নেই।

এই দু'জন ছিলেন ফেরেশতা। আল্লাহর আদেশে তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভেতরের মন্দ উপাদানগুলোকে বের করে দিতে এসেছিলেন। কিন্তু হালিমা সা'দিয়া আর তার স্বামী তো সেটা জানতেন না। সেজন্য বিষয়টা নিয়ে তারা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন আরেকজনের সন্তান। কিছু একটা হওয়ার আগেই তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া দরকার।

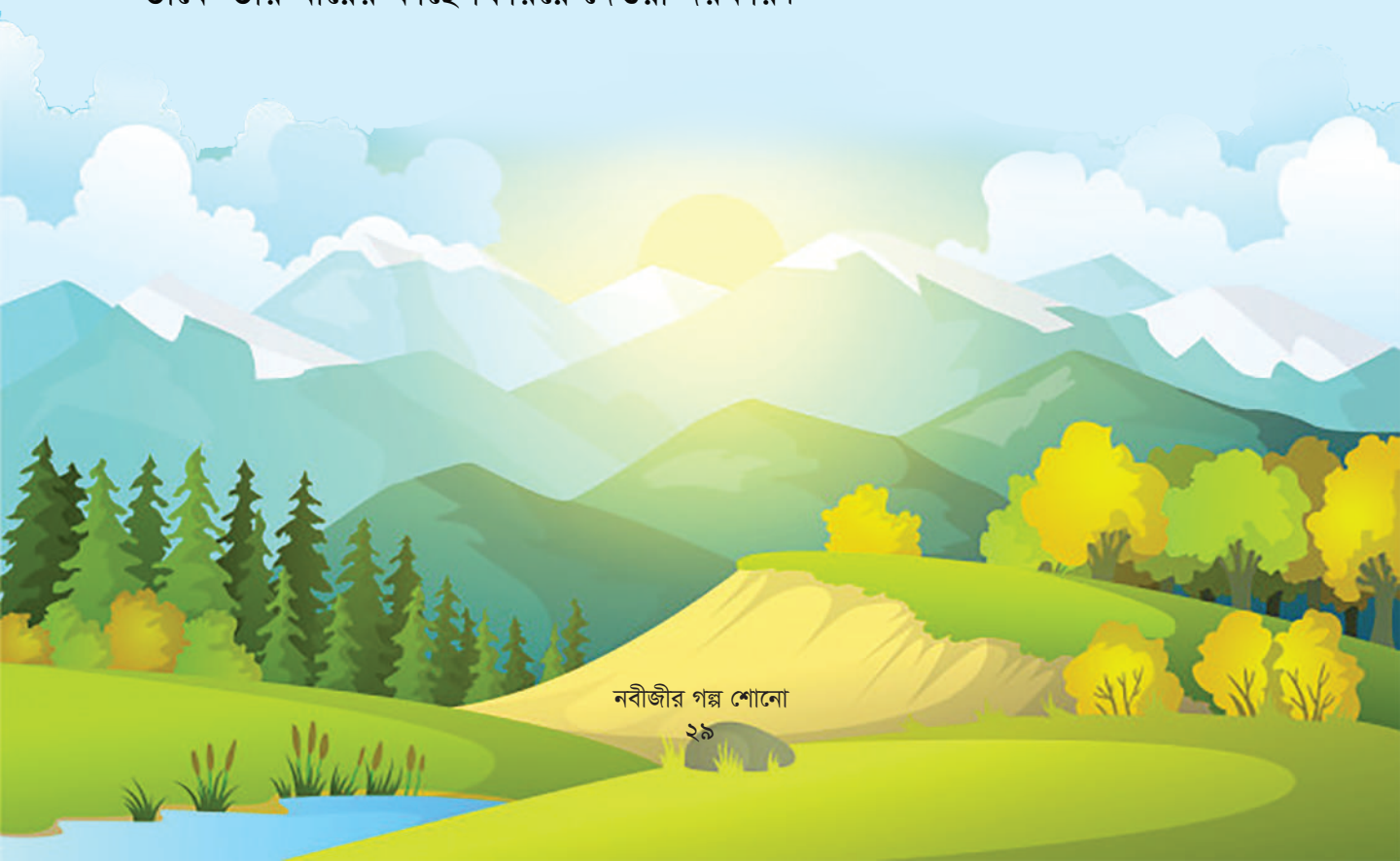

শিশু নবী তার মায়ের কোলে ফিরে এলেন

ছেলেকে ফিরে পেয়ে মা আমিনা চিন্তা করলেন মদীনায় তার স্বামীর কবরটা যিয়ারত করে আসবেন। শিশু মুহাম্মাদকেও তার বাবার কবরটা দেখিয়ে নিয়ে আসবেন।

ভাবনা মতো একদিন উম্মে আইমান ও শিশু নবীকে নিয়ে মা আমিনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। আচ্ছা বলোতো, মা আমিনা আব্দুল্লাহর কবর যিয়ারত করতে কোথায় যাবেন? বলতে পারছো না? মনে নেই– তোমাদেরকে যে বলেছিলাম, 'সিরিয়া থেকে ফেরার পথে মদীনার কাছাকাছি এক জায়গায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেছিলেন! সেখানেই তাকে কবর দেওয়া হয়েছিলো!' হ্যাঁ, সেজন্যই মা আমিনা স্বামীর কবর যিয়ারত করতে রওয়ানা হলেন মদীনার পথে।

মদীনায় মা আমিনার কিছু আত্মীয় স্বজনের বসবাস ছিলো । শিশুনবী এবং উম্মে আইমানকে নিয়ে মা আমিনা সে আত্মীয়দের বাড়িতে উঠলেন। সেখান থেকে প্রতিদিন স্বামীর কবরে যেতেন। সাথে করে নিয়ে যেতেন শিশুনবীকে।

আব্দুল্লাহর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আমিনা কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাতেন। মনে পড়তো নিজেদের মধ্যকার স্মৃতি। অল্প কিছুদিনই তো একসাথে থেকেছেন। কিন্তু কি এক অদ্ভুত ভালোবাসায় তিনি জড়িয়েছেন!

মায়ের কান্না দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কাঁদতেন। উম্মে আইমানও কাঁদতেন। তাদের কান্নায় ভিজে উঠতো আব্দুল্লাহর কবরের মাটি। কেঁদে উঠতো নিরব প্রকৃতি।

চলে গেলেন মা আমিনাও

বেশ কয়েকদিন মদীনায় থেকে তারা মক্কায় ফিরে আসার জন্য রওয়ানা হলেন। মরুপথে চলতে চলতে যখন আবওয়া নামক স্থানে এলেন তখন মা আমিনা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তীব্র জ্বর, সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। তিনি বুঝতে পারলেন, পৃথিবী থেকে তার চলে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। তাই উম্মে আইমানকে বললেন, 'দেখো, আমার সময় মনে হয় শেষ হয়ে এসেছে। আমার বুকের মানিক মুহাম্মাদকে তুমি দেখে রেখ। দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে তাকে যত্নের সাথে পৌঁছে দিও।'

কথাগুলো বলতে বলতে মা আমিনার চোখ বন্ধ হয়ে এলো। তিনি না ফেরার দেশে চলে গেলেন। শিশুনবী তার পাশে বসে কাঁদতে লাগলেন। তোমরাই বলো– কেউ যদি চোখের সামনে নিজের মাকে চিরদিনের জন্য চলে যেতে দেখে তাহলে কতোটা কষ্ট লাগবে! বুক ফেটে কেমন কান্না আসবে!

মায়ের মৃত্যুর পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার দাদা আব্দুল মুত্তালিব লালন পালন করতে লাগলেন। আব্দুল মুত্তালিব তো আগে থেকেই তাকে সবচেয়ে বেশি আদর করতেন। এখন তিনি তার প্রতি যত্ন আরো বাড়িয়ে দিলেন। সব সময় তাকে চোখে চোখে রাখতে শুরু করলেন। কিন্তু তার আদরও বেশি দিন স্থায়ী হলো না। বছর দুয়েক পর তিনিও ইন্তেকাল করলেন। তার মৃত্যুর পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুকে টেনে নিলেন। তিনি তাকে নিজের ছেলেদের চাইতেও বেশি ভালোবাসতেন।

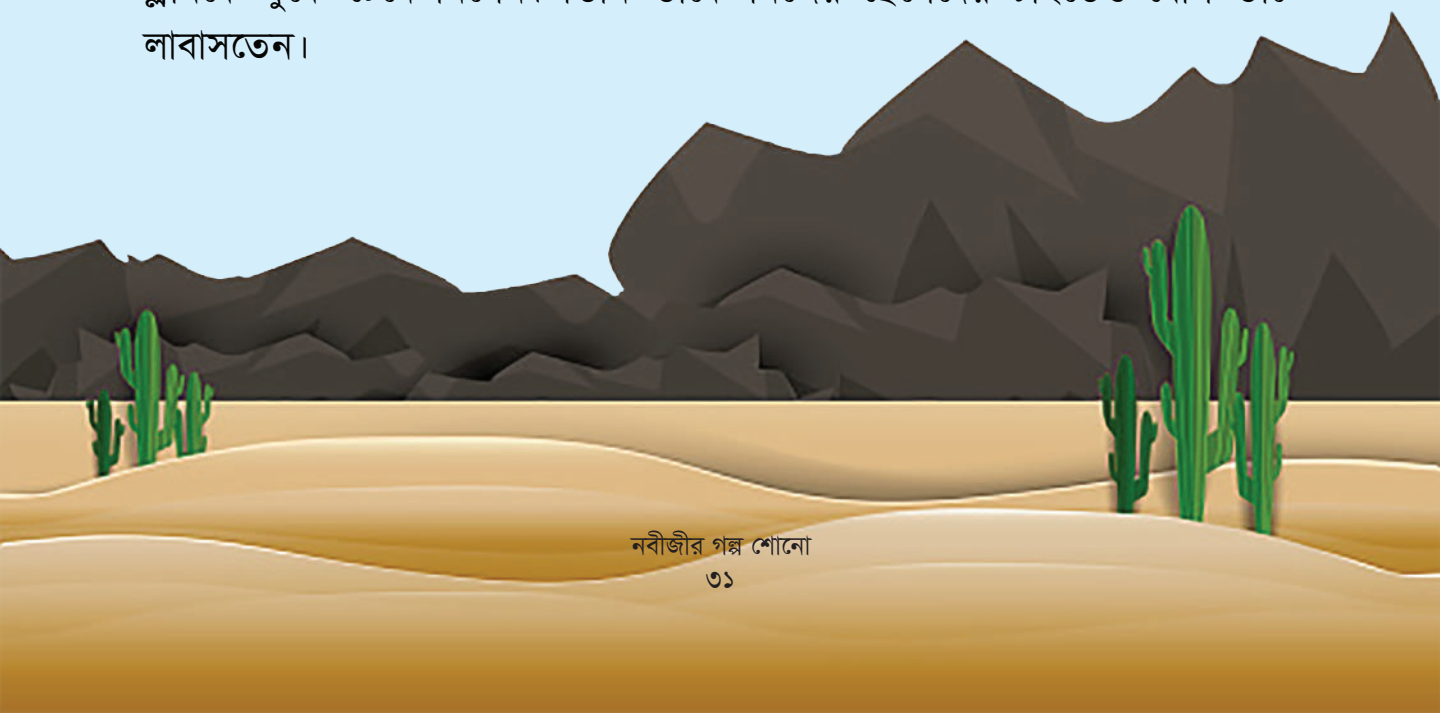

চাচার সাথে সিরিয়ায় সফর

আবু তালিব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনই চোখের আড়াল করতে চাইতেন না। একবার তিনি ব্যবসার জন্য সিরিয়া গিয়েছিলেন। সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে।

যাওয়ার পথে বুহায়রা নামের এক খ্রিস্টান পাদ্রী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে বুঝে ফেললো এই শিশুটিই একদিন নবী হবে। তিনি আবু তালেবকে কানে কানে বললেন, 'আপনার এই ভাতিজা তো একদিন নবী হবে। আমি যা বুঝতে পেরেছি তা ইয়াহুদীরা বুঝতে পারলে তাকে মেরে ফেলবে। আপনি তাকে নিয়ে খুব জলদি মক্কায় ফিরে যান।'

পণ্ডিতের কথা শুনে আবু তালিব খুব তাড়াতাড়ি ব্যবসার কাজ শেষ করে মক্কায় ফিরে এলেন।